ভারতীয় বক্সারদের ৭ সোনা, তবু ২৪ বছরে সবচেয়ে বেশি ব্যর্থতা গ্লাসগো গেমসেই

নজর এবার ২০৩০ আমেদাবাদে

এই সময়: কমনওয়েলথ গেমস বক্সিংয়ের বিভিন্ন ওয়েট ক্যাটিগরিতে শনিবার ফাইনাল খেলেছিলেন ১০ জন। যাঁদের মধ্যে সাত জন রিং থেকে নেমেছেন সোনা জিতে। বক্সারদের সৌজন্যে গ্লাসগো গেমসের শেষ বেলায় যতই হইচই হোক, এই কমনওয়েলথ গেমস আদতে থেকে যাচ্ছে সাম্প্রতিক অতীতে ভারতের সবচেয়ে সাদামাঠা হিসেবেই।

শুটিং বাদ পড়ার পরে এমনিতেই পদক এবং সোনার সংখ্যা কমেছে ভারতের। তার মধ্যেও বার্মিংহামে ২০২২ সালে ভারতীয়রা জিতেছিলেন ২২টি সোনা। এ বার গ্লাসগোয় থামতে হলো ১৩টি সোনায়। ২০০২ সালে ম্যানচেস্টার গেমসে ২২টি সোনা জিতেছিল ভারত। তারপর থেকে মাত্র দুটি গেমসে ২০-র নীচে সোনা জিতেছে

কমনওয়েলথ গেমস

ভারত। ঘটনাচক্রে দুটোই স্কটল্যান্ডে। ২০১৪ ও ২০২৬ গ্লাসগো গেমসে ভারতের সোনা যথাক্রমে ১৫ ও ১৩।

রবিবার রাতে গ্লাসগোর ক্লোজিং সেরিমনিতে আনুষ্ঠানিক ভাবে আমেদাবাদের হাতে ব্যাটন চলে এল গেমসের। আন্তর্জাতিক মাল্টি স্পোর্টস ইভেন্ট আয়োজনের ক্ষেত্রে মোদী সরকারের ড্রিম প্রজেক্ট ২০৩০ কমনওয়েলথ গেমস। আমেদাবাদে যা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। মাল্টি স্পোর্টস ইভেন্ট আয়োজনের জন্য এই শহর কতটা তৈরি, তার মহড়া হয়ে যাবে ২০২৯ সালেই। সে বছর বিশ্ব পুলিশ ও ফায়ার গেমস আয়োজন করবে আমেদাবাদ। এখনও পর্যন্ত ঠিক আছে সর্দার বল্লভভাই স্পোর্টস কমপ্লেক্স,

ঝলকে ২০২৬ কমনওয়েলথ গেমসের তিন সোনাজয়ী। বক্সিংয়ের অরুন্ধতী চৌধুরি, ভারোত্তোলনে মীরাবাই চানু ও নীচে, ত্রিপুরার বাঙালি জুডোকা অস্মিতা দে —এক্স

যে কমপ্লেক্সের মধ্যে অবস্থিত এক লাখ তিরিশ হাজারের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়াম, সেখানে কমনওয়েলথ গেমসের বেশ কিছু খেলা আয়োজিত হবে। এ ছাড়া আপাতত ঠিক আছে বিভিন্ন ইভেন্ট আয়োজন করা হবে বীর সাভারকর স্পোর্টস কমপ্লেক্স, গান্ধীনগরের মহাত্মা মন্দির, আইআইটি ও করাই পুলিশ অ্যাকাডেমি স্পোর্টস হাবে।

ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখা শুরু হলেও গ্লাসগোর গেমসের যন্ত্রণা কিছুটা থেকে যাবেই। তবে এটাও ঠিক, ভারতীয়রা যে সব ইভেন্টে ভালো, সে রকম ইভেন্টের সংখ্যা তুলনায় কম ছিল। আবার গতবার যেমন লন বোলিংয়ে সোনা এসেছিল, এ বার কোনও পদকই আসেনি এই খেলায়। জিমন্যাস্টিক্সে সম্ভাবনা থাকলেও ঝুলি শূন্য। সে দিক থেকে উজ্জ্বল থেকে যাবে ১৪ জন বক্সারের গ্লাসগো অভিযান। ১৪ জনের মধ্যে ১০ জন ফিরেছেন পদক জিতে। আইচি-নাগোয়া এশিয়ান গেমসের আগে যা নিঃসন্দেহে আত্মবিশ্বাসী করে তুলবে প্রীতি পানওয়ার, জেসমিন লাম্বোরিয়া, সাক্ষী চৌধুরি, প্রিয়া ঘাঙ্ঘাস, অরুন্ধতী চৌধুরি, সচিন সিওয়াচ ও অঙ্কুশ পাঙ্ঘালকে। লাভলিনা বরগোহাঁই ৭৫ কেজি ক্যাটিগরিতে রুপো পেলেও নিশ্চয়ই পদকের রং বদলাতে চাইবেন এশিয়ান গেমসে।

১৬ বছর আগে কংগ্রেস জমানায় নয়াদিল্লি কমনওয়েলথ গেমস বেশি করে চর্চায় ছিল সেই গেমসের আয়োজক কমিটির চেয়ারম্যান সুরেশ কালমাদির বিভিন্ন দুর্নীতির জন্য। যে জন্য পরে জেলও খাটতে হয় তাঁকে। আবার ওই নয়াদিল্লি গেমসই ভারতের কমনওয়েলথ গেমস ইতিহাসে সবচেয়ে উজ্জ্বল পদকের জন্য। ৩৮ সোনা-সহ মোট ১০১টি পদক সে বার জিতেছিল ভারত। যা ভারতের সর্বকালের সেরা পারফরম্যান্স। আমেদাবাদে স্বাভাবিক ভাবেই সেই পর্যায়ের বা তার চেয়েও উন্নত পারফরম্যান্সের প্রত্যাশা তৈরি হবে। আয়োজক সব দেশই নিজের পছন্দ মতো কিছু ইভেন্ট যোগ করে গেমসে। ভারতও সে রকম কয়েকটি গেমসের দাবি ইতিমধ্যেই জানিয়ে রেখেছে। যেমন, গত এপ্রিলেই নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে ক্রিকেট ও ফিল্ড হকি থাকবে আমেদাবাদে। গ্লাসগোয় অনুপস্থিত টেবল টেনিসও ফিরবে আমেদাবাদে। ফলে ভারতের পদক জেতার সম্ভাবনা বাড়বেই।

এর পাশাপাশি ভারতের চারটি প্রাচীন খেলার মধ্যে অন্তত দুটো দেখা যেতে পারে আমেদাবাদে। এই চারটি হলো প্রতিযোগিতা মূলক যোগ, কবাডি, খো খো ও মাল্লাখাম্বা। এ ছাড়া আলোচনায় আছে তিরন্দাজি, শুটিং, কুস্তি, ব্যাডমিন্টন, টেনিস, স্কোয়াশও। এই ইভেন্টগুলি যোগ হলে নিঃসন্দেহে ভারতের পদকের সংখ্যা বাড়বে, বলেই ধারণা ক্রীড়াবিদদের।